যুগান্তর

তারিখ 19 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

রাজাকারপুত্র হারুন এখন আ'লীগপন্থী শিক্ষক

আল আমিন মিরাজ, *দুমকি থেকে*

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বাণিজ্য, চাকরি বাণিজ্যসহ নানা দুর্নীতি সিন্ডিকেটের মূলহোতা রাজাকারপুত্র বিএনপি নেতা প্রফেসর ড. মো. হারুনর রশিদ এখন আওয়ামীপন্থী শিক্ষক নেতা হওয়ার চেষ্টা করছেন। নানা অবৈধ উপায়ে কোটি কোটি টাকার সম্পদের পাহাড় গড়েছেন তিনি। যুগান্তরের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে তার নানা অপকর্মের তথ্য।

ড. মো. হারুনর রশিদের পিতা আবদুল কাদের মাস্টার রাজাকার কমান্ডার ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একপর্যায়ে ঝালকাঠি জেলা ও রাজাপুর উপজেলার মুক্তিযোদ্ধারা কাদের মাস্টারকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে চিংড়ি ব্রিজে গুলি করে হত্যা করেন। এ বিষয়ে রাজাপুর উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার হোসেন মনা মেম্বার বলেন, কাদের মাস্টার শান্তি কমিটির লোক ছিলেন। তাকে চিংড়ি ব্রিজে হত্যা করা হয়। হারুনর রশিদের আপন ভাই নাসিম উদ্দিন আকন বর্তমানে রাজাপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। স্বাধীনতার পর প্রফেসর ড. হারুনর রশিদ জীবন বাঁচাতে রাশিয়ায় পালিয়ে যান। পরে দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হলে তিনি ফিরে আসেন এবং পটুয়াখালী কৃষি কলেজে যোগ দেন। পটুয়াখালী কৃষি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ থাকাকালে সীমাহীন দুর্নীতির দায়ে তাকে ২ বছর সাসপেন্ড করা হয়।

এছাড়া তিনি সাবেক অধ্যক্ষ ড. সফিউল আলমের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে পবিপ্রবিতে তার ব্যক্তিগত নথিতে উল্লেখ আছে। তিনি ২০০০-২০০১ সালে পবিপ্রবির ভর্তি পরীক্ষায় ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিনকে গণিতে চাওয়া ১০০ নম্বরের মধ্যে ২২ নম্বর কম থাকলেও তার্কে ব্যক্তিগত

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ক্ষমতাবলে টাকার বিনিময়ে ভর্তি করান। এভাবে আরও প্রায় ৫০/৬০ জন ছাত্র তার মাধ্যমে অবৈধ উপায়ে ভর্তি হয়। ২০০৫ সালের পবিপ্রবির অডিট রিপোর্টে ওই বছরের ৪ জন ছাত্রের ভর্তিতে সরাসরি অনিয়ম হয়েছে বলে তথ্য প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে তিনি ভারপ্রাপ্ত ভিসি থাকাকালে ছাত্রদল নেত্রী নওরোজ জাহান লিপি, ছাত্রদল নেতা মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিনসহ ১৮ জনকে নিয়োগ দিয়ে কোটি টাকা হাতিয়ে নেন। এরপর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে তিনি ভোল পাল্টান। আওয়ামী সমর্থিত নীল দলে নাম লিখিয়ে জ্যেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে সহজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকাদারি কাজ পরিচালনা কমিটির পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পেয়ে কোটিপতি বনে যান। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তিকারী শিক্ষক এবিএম সাইফুলকে তিনি টাকার বিনিময়ে নির্দোষ সাব্যস্ত করে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেন। যা পরে আ স ম ফিরোজ ও আফজাল হোসেনসহ রিজেন্ট বোর্ডের অন্য সদস্যদের আপত্তিতে অধিকতর তদন্ত হয়। তাতে সাইফুল দোষী সাব্যস্ত হয়ে বরখাস্ত হন। ২০১৬ সালের ৪ জুনের নিয়োগে তিনি সাবেক ছাত্রদল নেত্রী সালমা ইসলামকে নিজের কৃষিতত্ত্ব বিভাগে বিশেষ সুপারিশে নিয়োগ দেন। তার আয় করা এসব অবৈধ অর্থ দিয়ে তিনি ঢাকা রায়েরবাজার এলাকায় সিকদার ফার্মেসির পাশে ৭ কাঠা জমি কিনে ছয়তলা বাড়ি করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে জমি, কার্গো ইত্যাদি ক্রয় করেছেন ও তার ভাই নাসিম ও ছেলে তানভীরের ঠিকাদারি ব্যবসায় কোটি কোটি টাকা জোগান দিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে। এসব বিষয়ে ড. হারুনর রশিদ প্রথমে তার বাবার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বললেও পরে মুক্তিযোদ্ধাদের ও তার ভাই নাসিমের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে জানালে তিনি স্বীকার করেন তার বাবা যুদ্ধের সময় ডাকাতের গুলিতে মারা গেছেন। মুক্তিযোদ্ধারা ডাকাত কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি কোনো কথা বলবেন না বলে জানান। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি কথা বলতে অপারগতা জানান।